

The origins of Geopolitics

- ▶ Geopolitics studies relations and interactions of Spaces (Territories), States, Civilizations, Peoples, Economics
- ▶ The fundamental are State, Culture, People, Army, Economy to Space (Territory) relations
- ▶ Geopolitics was developed from Political Geography and Anthropogeography - Friedrich Ratzel (1844 – 1904)
- ▶ The State is considered living being - Rudolf Kjellen (1864 - 1922,)
- ▶ Space is qualitative not (quantitative)
- ▶ Space is more important than Time
- ▶ Space is synchronistic (Time is diachronistic)
- ▶ Space is the fundament of Strategy - Alfred Thayer Mahan (1840 - 1914)

■ ভূরাজনীতিতে স্থান (Space) কোনো কেবলমাত্র পদার্থ নয়, এটি সমসাময়িকতা (synchrony) এর ধারণা বহন করে। অর্থাৎ, স্থানকে সময়ের মতো ধারাবাহিক ধারা হিসেবে দেখা হয় না, বরং এটি একধরনের একযোগী বা সমকালীন ঘটনার স্থান। এই দৃষ্টিভঙ্গি ইতিহাসের ধারার সঙ্গে তুলনীয় নয়, বরং একটি সমসাময়িক, স্থির কাঠামোতে স্থানকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ভূরাজনীতি মূলত ১৯শ শতকের জার্মান পণ্ডিত ফ্রিডরিখ রাতজেল (Friedrich Ratzel, 1844-1904) এর রাজনৈতিক ভূগোল (Political Geography) এবং মানব-ভূগোল (Anthropogeography) এর মাধ্যমে বিকশিত হয়। রাজনৈতিক ভূগোল বলতে বোঝায় রাষ্ট্র এবং ভূ-খণ্ডের মধ্যে সম্পর্ক, আর মানব-ভূগোল বোঝায় মানুষের ভূমিকা। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বে মানুষকে কেন্দ্রবিন্দুতে আনা হয় না, কিন্তু ভূরাজনীতিতে মানুষকেও বিশ্লেষণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে ধরা হয়। এরপর সুইডিশ চিন্তাবিদ রুডলফ কজেলেন (Rudolf Kjellen, 1864-1922) রাষ্ট্রকে একটি জীবন্ত সত্তা হিসেবে দেখার ধারণা প্রস্তাব করেন। তিনি বলেছিলেন রাষ্ট্রও মানুষের মতোই জীবনধারী, অর্থাৎ রাষ্ট্রেরও নিজস্ব সম্পর্ক ও গতি রয়েছে। কজেলেন এবং রাতজেল উভয়েই অর্গানিক দর্শন (organicism) এর সাথে যুক্ত ছিলেন; তারা রাজনৈতিক জীবনকেও প্রাকৃতিক, জৈবিক ধারা হিসেবে দেখেছেন, যেটি কোনো যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মতো নয়। ভূরাজনীতিতে স্থানকে পরিমাণগত (quantitative) না দেখে গুণগত (qualitative) দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়। এটি কেবল পদার্থ নয়, বরং জীবন-স্থান (Lebensraum), অর্থাৎ এমন একটি স্থান যেখানে মানুষের জীবন এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ঘটে। রাতজেল এই ধারণা প্রথম প্রবর্তন করেন। পরবর্তীতে এই ধারণাকে ব্যবহার করা হয়েছে রাষ্ট্র বা জনগোষ্ঠীর বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় স্থান হিসেবে, তবে মূলত এটি একটি জীবন্ত, জৈবিক দৃষ্টিকোণ। এখানে স্থান একটি বিশেষ গুণ বহন করে, যা নির্দিষ্ট মান, দিক এবং প্রেক্ষাপটের সাথে সম্পর্কিত। উদাহরণস্বরূপ, উত্তর বা দক্ষিণ, পূর্ব বা পশ্চিম—প্রত্যেকটি দিককে একটি সাংবাদিক বা নির্দিষ্ট অর্থ দেওয়া হয়েছে। স্থান কেবল অবস্থান নয়, বরং ইতিহাস ও ভবিষ্যতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো।

■ ভূরাজনীতি আধুনিকতার সময়ের ধারার চেয়ে ভিন্ন, কারণ আধুনিকতা সাধারণত সময়, পরিবর্তন এবং অপ্রত্যাahার্য প্রক্রিয়ার উপর গুরুত্ব দেয়। কিন্তু ভূরাজনীতি মনে করে যে মানব জীবন এবং রাজনৈতিক সম্পর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

দিক হলো স্থান। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো দেশ দ্বীপে অবস্থিত হয় বা উপকূলবর্তী অঞ্চলে থাকে, তাহলে তার রাজনৈতিক ব্যবস্থা, সংস্কৃতি এবং সামাজিক মান ভিন্ন হবে। স্থান কৌশল ও নীতি নির্ধারণে কেন্দ্রবিন্দু।

ভূরাজনীতির প্রাথমিক ধারণাগুলোকে মূল্যায়ন করেছেন মার্কিন নৌবাহিনী admiral আলফ্রেড থেয়ার মাহান (Alfred Thayer Mahan, 1840-1914)। এখানে “Geopolitics” শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছেন রুডলফ কজেলেন, “political geography” এবং “anthropogeography” প্রবর্তন করেছেন রাতজেল, এবং “geostrategy” ধারণা এসেছে মাহানের থেকে। এরা সবাই ভূরাজনীতির প্রবর্তক বা প্রারম্ভিক চিন্তাবিদ। কিন্তু ভূরাজনীতি একটি বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলা হিসেবে ২০শ শতকের শুরুতে স্থির হয়। এর জন্মভূমি ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী কৌশল, বিশেষ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের “Great Game” প্রেক্ষাপটে। এই সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিশ্বের প্রধান শক্তি হিসেবে সমুদ্র ও স্থল উভয় নিয়ন্ত্রণ করছিল। সাম্রাজ্যের প্রধান শত্রু ছিল রাশিয়া, যা মধ্য এশিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করছিল এবং ভারতের উপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণের জন্য হুমকি সৃষ্টি করছিল। এই কৌশলগত প্রেক্ষাপটেই ভূরাজনীতির বৈজ্ঞানিক ধারণা বিকশিত হয়।

Part 1. Birth of Geopolitics

- ▶ British Imperial strategy
- ▶ Great Game
- ▶ Control of the Ocean
- ▶ Control of trade routes
- ▶ Colonial Empire
- ▶ Necessity of conserve Empire
- ▶ Geopolitics as theoretical reflection of Anglo-Saxon imperialism

■ ভূরাজনীতির মূল জনক হলেন ইংল্যান্ডের স্যার হ্যালফোর্ড ম্যাকিন্ডার (Sir Halford Mackinder)। তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শত্রু, নীতি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিবেচনা করে প্রথম গভীর তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। ১৯০৪ সালে তিনি *The Geographical Pivot of History* প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি প্রথমবারের মতো স্পষ্টভাবে ভূরাজনীতির মৌলিক নীতি ব্যাখ্যা করেন। ম্যাকিন্ডারের ধারণা অনুযায়ী, মানব ইতিহাসকে বোঝার জন্য দুটি মৌলিক শক্তি আছে:

Land Power বা Heartland – এটি হলো স্থলভিত্তিক শক্তি। Heartland হলো ইতিহাসের ধ্রুবক কেন্দ্র, যেটির চারপাশে মানব সভ্যতার গতিশীলতা ঘটে। এটি স্থির, চিরন্তন এবং পরিবর্তনশীল নয়। স্থল শক্তি স্বায়িত্ব, স্থিরতা এবং অন্তর্নিহিত শক্তিকে নির্দেশ করে।

Sea Power বা সামুদ্রিক শক্তি – এটি হলো ইতিহাস, পরিবর্তন এবং গতিশীলতার প্রতীক। সামুদ্রিক শক্তি সবসময় চলমান, সম্প্রসারিত এবং বাণিজ্য ও প্রযুক্তি দ্বারা সমর্থিত। প্রাচীন এথেন্স, কার্থেজ, ভেনিস, ডাচ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এই শক্তির উদাহরণ। সামুদ্রিক শক্তি মূলত উপকূল ও সমুদ্র নিয়ন্ত্রণ করে, স্থলভাগে নয়।

ম্যাকিন্ডারের এই দ্বৈততন্ত্র (Land Power বনাম Sea Power) হলো ভূরাজনীতির মৌলিক ব্যাখ্যা, যা শুধু ব্রিটিশ-রাশিয়ার “Great Game” ব্যাখ্যা নয়, বরং মানব ইতিহাসের একটি সাধারণ, সার্বজনীন নিয়ম।

Radical dualism as main theoretical ground for Geopolitics

- ▶ Sir Halford John **Mackinder** (1861 –1947) [英]麦金德 founder of Geopolitics
- ▶ "The Geographical Pivot of History" (历史的地理枢纽) an article of 1904
- ▶ Opposition between two global Powers: Land Power (Heartland) vs Sea Power
- ▶ Sea Power in history: Athens, Carthage, Venice, Dutch, Great Britain
- ▶ Land Power in history: Sparta, Rome, Austria, Germany, Russia
- ▶ Sea Power: trade, liberalism, democracy, progress, technical innovation, oligarchy, science, adventures, entrepreneur's spirit
- ▶ Land Power: force, conservatism, hierarchy, order, ascetics, aristocracy, religion, ethics, stability

■ হ্যালফোর্ড ম্যাকিন্ডারের Geopolitics এবং সামুদ্রিক ও স্থল শক্তির ধারা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ম্যাকিন্ডারের ধারণা অনুযায়ী, পৃথিবীতে রাজনৈতিক শক্তি দুই ধরনের: Sea Power (সমুদ্র শক্তি) এবং Land Power (স্থল শক্তি)। এখানে তিনি শুধু সামরিক বা রাজনৈতিক শক্তির দিকেই নয়, বরং সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত এবং আধ্যাত্মিক দিক থেকেও শক্তিগুলোকে বিশ্লেষণ করেছেন।

#সমুদ্র শক্তি (Sea Power):

সমুদ্র শক্তির সঙ্গে মানুষের আধুনিক প্রগতি, বাণিজ্য, লিবারেলিজম, প্রযুক্তি, উদ্ভাবনী মনোভাব, পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র এবং ব্যবসায়িক চেতনা জড়িত। ম্যাকিন্ডার দেখিয়েছেন যে সমুদ্র শক্তি এমন একটি পরিবেশ তৈরি করে যেখানে মানুষ নিরাপদ, সুরক্ষিত বোধ করে এবং প্রাণীদের গৃহপালিত করতে পারে। সমুদ্রের পরিবেশ মানুষের জন্য 'অস্বাভাবিক', তাই সেখানে থাকতে হলে প্রযুক্তির সাহায্য লাগে, যেমন জাহাজ। সমুদ্র শক্তি তাই কেবল সামুদ্রিক রাজনীতি বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কৌশলের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, বরং এটি একটি সাংস্কৃতিক ও মেটাফিজিকাল স্তরের শক্তি, যা প্রগতি এবং উদ্ভাবনের প্রতীক।

সমুদ্র শক্তি এমন এক ধরনের প্রভাব তৈরি করেছে যা পুঁজিবাদের জন্ম দিয়েছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এর ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই শক্তি ব্যবহার করেছে এবং এই ধারা আজও আধুনিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত। ম্যাকিন্ডারের মতে, Sea Power হলো উন্নতি, উদ্ভাবন এবং স্বাধীন উদ্যোগের প্রতীক, যা সাধারণত লিবারেল ও পুঁজিবাদী সমাজের সঙ্গে মিলে যায়।

#স্থল শক্তি (Land Power):

স্থল শক্তি হলো প্রথাগত, সংরক্ষণমূলক এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ শক্তি। এটি মূলত জোর, ঐতিহ্য, হায়ারার্কি, রাজতন্ত্র, ধর্ম, নৈতিকতা এবং স্থিতিশীলতার সঙ্গে সম্পর্কিত। ইতিহাসে স্থল শক্তি যেমন স্পার্টা বনাম এথেন্স, রোম বনাম কার্থেজ বা অস্ট্রিয়া, জার্মানি ও রাশিয়া বনাম পশ্চিমা সাম্রাজ্যের মধ্যে দেখা গেছে, এটি কোন নির্দিষ্ট আদি বা আধুনিক অর্থনৈতিক

চেতনা নয়। তাই Land Power প্রায় সবসময় ক্যাপিটালিজম এবং লিবারেলিজমের বিপরীত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এটি হতে পারে প্রথাগত সাম্রাজ্য, সংরক্ষণশীল সমাজ বা এমনকি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

ম্যাকিন্দারের দৃষ্টিকোণ থেকে, সমুদ্র শক্তি হলো উন্নতি, Land Power হলো স্থিতিশীলতা। সমুদ্র শক্তি উদ্ভাবনী, প্রগতিশীল এবং বহুসংস্কৃতিসম্পন্ন; Land Power সংরক্ষণশীল, ঐতিহ্যমুখী এবং শক্তিশালী শৃঙ্খলাবদ্ধ।

“

This dualism served Mackinder to explain the meaning of history. According to Mackinder, the fight or dualism between Land Power and Sea Power is the key to understanding history. We can see that this is exactly a kind of explanation or theorization of the Great Game. But this is also Mackinder's generalization, because it is not only an explanation of the Great Game. The Great Game – which saw the British Empire trying to control the seas and oceans against the Russian Empire – was a concrete, historical, strategic moment. But Mackinder generalized that the Great Game reflects something deeper, something universal, the basic principles of how human history goes on. This is the basic principle of Geopolitics.

হৃদয়ভূমি (Heartland) এবং রিমল্যান্ড (Rimland):

ম্যাকিন্দারের ভূ-রাজনীতির কেন্দ্রীয় ধারণা হলো Heartland, অর্থাৎ স্থল শক্তির মূল এলাকা। ম্যাকিন্দার বলেছেন, “যে Heartland নিয়ন্ত্রণ করে, সে বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ করে।” Heartland হলো ইউরেশিয়ার অভ্যন্তরীণ স্থলময় এলাকা, যা মূলত পূর্ব ইউরোপ থেকে শুরু হয়।

অন্যদিকে, Rimland হলো সমুদ্র এবং স্থল এলাকার মধ্যে থাকা উপকূলীয় অঞ্চল। এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখানে সমুদ্র ও স্থল শক্তির দ্বন্দ্ব হয়। Rimland কন্ট্রোল করা মানে Heartland নিয়ন্ত্রণের পথে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সমুদ্র শক্তি Rimland নিয়ন্ত্রণ করলে Heartland প্রভাবিত হয়, এবং পৃথিবীর রাজনৈতিক ভারসাম্য Sea Power-এর দিকে চলে আসে।

ম্যাকিন্দার ও স্পাইকম্যানের তত্ত্বের মিল ও পার্থক্য:

ম্যাকিন্দার মূলত Heartland-এর ওপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি দেখিয়েছেন যে ইতিহাসে যে শক্তি Heartland নিয়ন্ত্রণ করেছে, সেই শক্তি বিশ্ব রাজনীতিতে প্রাধান্য বজায় রেখেছে। পরবর্তী সময়ে, নিকোলাস স্পাইকম্যান এই ধারণা সম্প্রসারণ করে Rimland-এর গুরুত্বকে আরও বাড়িয়ে দেখিয়েছেন। স্পাইকম্যানের মতে, যে কেউ Rimland নিয়ন্ত্রণ করে, সে Heartland নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এটি সমুদ্র শক্তির কৌশলকে আরও আধুনিক করে তোলে।

ম্যাকিন্দারের যুগ থেকে ২১শতাব্দী পর্যন্ত প্রাসঙ্গিকতা:

ম্যাকিন্দারের তত্ত্ব আজও প্রাসঙ্গিক। আধুনিক ভূ-রাজনীতিতে, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, চীন, জাপান, ভারত এবং রাশিয়ার ওপর Sea Power ও Land Power-এর দ্বন্দ্ব দেখা যায়। ম্যাকিন্দারের ধারণা অনুযায়ী, বিশ্বের রাজনীতি কেবল সামরিক বা অর্থনৈতিক লড়াই নয়, এটি দর্শন, সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক আইডিয়োলজি-এর এক সংমিশ্রণ।

সংক্ষেপে:

Sea Power: সমুদ্র, উদ্ভাবন, প্রগতি, পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র, উদ্যম, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য।

Land Power: স্থল, শক্তি, ঐতিহ্য, ধর্ম, শৃঙ্খলা, সংরক্ষণ, প্রথাগত বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

Heartland: স্থল শক্তির কেন্দ্র, পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণের মূল এলাকা।

Rimland: উপকূলীয় এলাকা, সমুদ্র ও স্থল শক্তির সংঘর্ষক্ষেত্র।

ম্যাকিন্দারের ভূ-রাজনীতি শুধু সামরিক বা কূটনৈতিক কৌশল নয়, বরং এটি বিশ্ব ইতিহাসের মূল ধারা এবং রাজনৈতিক শক্তির মেটাফিজিকাল ব্যাখ্যা। এটি দেখায় কিভাবে সমুদ্র এবং স্থল শক্তি পৃথিবীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ভৌগোলিক বিন্যাসকে প্রভাবিত করে।

Mackinder's Law

**Who controls Eastern Europe
controls Heartland, who controls
Heartland rule the World.**

**谁控制东欧，谁就统治心脏地带；
谁控制心脏地带，谁就统治世界**

Rimland concept emphasizes the
inner crescent

Spymann's (1893 – 1943) correction

**Who controls Rimland controls
Heartland, who controls Heartland rules
the World.**

**谁控制 Rimland (周边)，谁就统治心脏地
带；谁控制心脏地带，谁就统治世界**

Deep understanding of Land Power and Sea Power

- ▶ Deeper understanding of Geopolitics in Carl Schmitt (1888 –1985)
- ▶ Land und Meer. Leviathan (Sea Power) and Behemot (Land Power)
- ▶ Two Ideas: liberalism as Sea Power vs conservatism as Land Power
- ▶ Two opposite world visions (Weltanschauungen)
- ▶ Rome versus Carthage in Gilbert Keith Chesterton (1874 – 1936)
- ▶ Geopolitics acquires philosophical and metaphysical dimensions
- ▶ Great War of Continents: the eschatological battle for the End of History - Endkampf

■ এই মানচিত্রটি “আমেরিকান মাইন্ড”, অর্থাৎ আমেরিকার ভাবনাচিত্রের একটি চিত্র। আমেরিকার কৌশল ও নীতি এই মানচিত্রের নির্দেশনার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই মানচিত্রগুলি ২০শ শতাব্দীর শুরুতে এবং ১৯২০-এর দশকে তৈরি হয়েছিল। আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি, আজও এগুলি বর্তমান ভূরাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে মিল রয়েছে। অ্যাংলো-স্যাকসন দৃষ্টিকোণে সাগর শক্তি (Sea Power) সক্রিয় বিষয় বা “subject”, আর ভূমি শক্তি (Land Power) অনুপস্থিত বা “object” হিসেবে বিবেচিত। ২০০৫ সালে আমি ওয়াশিংটনে জবিগনিউ রেজিনস্কি-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। আমাদের মধ্যে একটি চেসবোর্ড ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম:

“স্যার, আপনার মতে চেস খেলা কি দুইজনের জন্য?”

তিনি উত্তর দিলেন:

“না, এটি একজনের জন্য।”

এই প্রতিক্রিয়াই প্রতিফলিত করে পশ্চিমা বা অ্যাংলো-স্যাকসন ভূরাজনৈতিক চিন্তাধারার মূল মনোভাব। চেস এক খেলোয়াড়ের জন্য, অন্য ব্যক্তি কোনো খেলোয়াড় নয়, বরং এমন একজন যে তার হাত খেলার নিয়ম অনুযায়ী চালানো হয়। অর্থাৎ ভূরাজনীতির এই দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী, বিশ্বের কৌশলগত নীতি নির্ধারণে একমাত্র সক্রিয় বিষয় হল শক্তিদর রাষ্ট্র, অন্যরা কেবল বস্তু বা উপকরণ।

অ্যাংলো-স্যাকসন ভূরাজনীতির মূল লক্ষ্য হল হার্টল্যান্ড (Heartland) ঘিরে ফেলা, অর্থাৎ রিমল্যান্ড (Rimland) নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে হার্টল্যান্ডকে উষ্ণ সাগরে প্রবেশ ও উপকূলীয় অবরোধ ভাঙার সুযোগ না দেওয়া। মূল লক্ষ্য হলো সাগর থেকে ইউরেশিয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিশ্ব আধিপত্য প্রতিষ্ঠা।

১৯ শতকের শেষের দিকে ইতিমধ্যেই কিছু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী যেমন সার সেন্সিল রোডস (1853–1902) ও তার রাউন্ড টেবিল গ্রুপ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, বৃটেনের পতনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের উত্থান ঘটবে। ইতিমধ্যেই অ্যাডমিরাল মাহান যুক্তরাষ্ট্রকে একটি সাগর শক্তি হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। যখন মেকিন্ডার তার প্রথম প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তখন যুক্তরাষ্ট্রকে তারা মূলত ভূমি শক্তি, অর্থাৎ নিরপেক্ষ ও আঞ্চলিক রাষ্ট্র হিসেবে দেখেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রকে বৈশ্বিক রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় এবং তারা ব্রিটিশদের সঙ্গে কোনো তীর প্রতিযোগিতায় নেই। তবে মাহান যুক্তরাষ্ট্রকে তার নৌবাহিনীর বৃদ্ধির ভিত্তিতে সাগর শক্তি হিসেবে দেখেছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, উডরো উইলসনের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের মধ্যে প্রবেশ করলে, একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূরাজনৈতিক পরিবর্তন শুরু হয়। তা হলো সাগর শক্তির কেন্দ্র বৃটেন থেকে যুক্তরাষ্ট্রে স্থানান্তর। এটি ২০ বছরের মধ্যে সম্পন্ন হয়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত। এই সময়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বেশিরভাগ উপনিবেশ “যুক্তরাষ্ট্রকে হস্তান্তর” করা হয়। অর্থাৎ অ্যাংলো-স্যাকসন বিশ্বের নেতৃত্বের কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয় বৃটেন থেকে যুক্তরাষ্ট্রে। অত্যন্ত প্রতীকীভাবে, মেকিন্ডারের শেষ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় আমেরিকান জার্নাল Foreign Affairs-এ, যার সম্পাদকীয় প্রতিষ্ঠান Council on Foreign Relations গঠিত হয় আমেরিকান এলিট দ্বারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, যুক্তরাষ্ট্রকে বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। এটি ছিল একটি বৌদ্ধিক এবং তাত্ত্বিক পরিবর্তন, যেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কেন্দ্র বৃটেন থেকে যুক্তরাষ্ট্রে স্থানান্তরিত হয়।

এরপর বৃটেন “পুরনো শক্তি” বা “সিনিয়র” হিসেবে রয়ে গেল—গ্রীষ্মমণ্ডলীয় উদ্যান পরিচর্যা করা বৃদ্ধ ব্যক্তির মতো, পরামর্শ দিতে পারে কিন্তু মূল বিষয়বস্তুতে সক্রিয় নয়। প্রথমার্ধে ২০শ শতাব্দীর, মেকিন্ডারের বৃটিশ কৌশল যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলের সঙ্গে পুরোপুরি প্রয়োগ করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বকে চিনত না, তাদের কোনো বৈশ্বিক সম্পর্ক ছিল না, তারা সম্পূর্ণভাবে দেশীয় বিষয়কেন্দ্রিক ছিল। উইলসনের ১১ দফা ঘোষণা এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্ব শক্তি, Sea Power, অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী উদারতন্ত্র, পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র রক্ষাকারী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, যুক্তরাষ্ট্র হয়ে ওঠে প্রধান ও একমাত্র সাগর শক্তি। বাকি সব রাষ্ট্র শুধু উপকরণ বা হাতিয়ার হিসেবে রয়ে যায়। মেকিন্ডারের ধারণা প্রথম সঠিকভাবে পড়েছিল জার্মানরা, রাশিয়ার বদলে। জার্মানরা ২০–৩০ বছরের মধ্যে মেকিন্ডারের ভূরাজনীতিকে গ্রহণ করে। কার্ল হাউসহফার (1869–1946), জার্মান ভূরাজনৈতিক দার্শনিক ও জেনারেল, যিনি ১৯২০-এর দশকে জাপানে সামরিক সংযুক্ত ছিলেন, 地缘政治 (chi sei gaku) শব্দটি বা “geopolitics” জাপান থেকে দেশে নিয়ে আসেন। তিনি মেকিন্ডারের ধারণা অনুযায়ী জার্মানিকে Land Power হিসেবে চিহ্নিত করেন, অর্থাৎ স্থলভিত্তিক, প্রথাগত ও সংরক্ষণমূলক রাষ্ট্র।

হাউসহফার জার্মানির ভূরাজনীতির কৌশল প্রস্তাব করেন। তাঁর মতে, জার্মানির দুটি বিকল্প আছে:

১. Land Power হিসেবে, যা রাশিয়ার সঙ্গে জোট তৈরি করে শক্তিশালী হতে পারে।

২. Sea Power-এর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন, অর্থাৎ ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মিত্রতা।

হাউসহফারের অনুযায়ী, দুই সাম্রাজ্যের বিপরীতে লড়াই করা জার্মানির জন্য অসম্ভব, এটি ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে। অর্থাৎ, ভূরাজনীতি একটি প্রপhecy, যা অগ্রাহ্য করলেও ফলাফল বাস্তবায়িত হয়।

হাউসহফারের পরেও জার্মান ভূরাজনীতি আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন কার্ল শমিট (১৮৮৮–১৯৮৫)। তিনি ২০শ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দার্শনিক। তার Land und Meer গ্রন্থে তিনি Land Power এবং Sea Power-এর মধ্যে দ্বন্দ্বকে দার্শনিক ও এসচাটোলজিক্যাল অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি সমুদ্রের দৈত্য Leviathan ও স্থলভিত্তিক দৈত্য Behemoth-এর মাধ্যমে দ্বন্দ্ব উপস্থাপন করেন। শমিট দেখান যে Sea Power-এর সঙ্গে সমকালীনতা, পুঁজিবাদ, উদারতন্ত্র, গণতন্ত্র, আধুনিক বিজ্ঞান অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, আর Land Power প্রথাগত ও সংরক্ষণমূলক।

■ কার্ল শমিট (Carl Schmitt) সমুদ্র শক্তি বা Sea Power এর ধারণাটিকে এক সম্পূর্ণ নতুন মাত্রা দিয়েছিলেন। এটি ছিল জারজ ম্যাককিন্ডারের (Mackinder) ভাবনার উপর ভিত্তি করে এক উন্নয়ন, কিন্তু শমিটের ব্যাখ্যা এতটা গভীর

এবং চিন্তাশীল ছিল যে তিনি ভূরাজনীতিকে কেবল কৌশলগত মানচিত্রের বিষয় হিসেবে না রেখে, সেটিকে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং রাজনৈতিক দার্শনিকতার একটি অংশে রূপান্তরিত করেছেন। একই ধরনের ভাবনা প্রকাশ করেছিলেন ব্রিটিশ রক্ষণশীল লেখক গিলবার্ট কিথ চেস্টারটন (Gilbert Keith Chesterton, 1874-1936), যিনি ক্যাথলিক ছিলেন এবং শমিটের মতোই ধর্মীয় ও নৈতিক মাত্রা ভূরাজনীতিতে সংযোজন করেছিলেন। চেস্টারটনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জীবনে দুটি স্ত্রী ছিলেন, উভয়ই সার্বিয়ান।

এইভাবে, ভূরাজনীতি কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতার লড়াই নয়, বরং এক প্রকার অতীন্দ্রীয় বা ধর্মীয়-মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে শুধু ভূখণ্ডের জন্য লড়াই নয়, বরং এটি একটি ‘আখিরাতের যুদ্ধ’ বা End Times এর লড়াই হিসেবে দেখা হলো। শমিট এখানে প্রশ্ন তুলেছিলেন: ক্ষমতা লাভের লক্ষ্য কী? কেবল ক্ষমতা অর্জনই কি লক্ষ্য, নাকি এর চেয়ে গভীর কোনো উদ্দেশ্য আছে? তার মতে, এটি কেবল বাস্তব বা প্রায়ুক্তিক দিক নয়, বরং এটি একটি নৈতিক ও ধর্মীয় দিকের লড়াই, যা খ্রিস্টান দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থ বহন করে—একদিকে আছে বিপরীত শক্তি বা অ্যান্টিক্রিস্টের রাজত্ব, অন্যদিকে ভবিষ্যতের খ্রিস্টরাজ্য। এইভাবে, ভূরাজনীতি পেল একটি eschatological বা মহাপ্রলয় বিষয়ক মাত্রা। এশকাটোলজি হলো এমন একটি বিজ্ঞান, যা ইতিহাসের চূড়ান্ত ফলাফল বা ‘শেষ সময়ের ঘটনা’ নিয়ে আলোচনা করে, হেগেলের দৃষ্টিকোণে, ফুকুয়ামার নয়।

Foundation of Russian geopolitical (Eurasianist) school – historic momentum

- ▶ The collapse of communist system on Russia disarmed Moscow ideologically
- ▶ Foreign policy and military strategy of USSR were based on the concept of confrontation between socialist camp (the East) and capitalist camp (the West)
- ▶ After 1991 that basic vision was lost. Russia disarmed herself in unilateral way pretending to become as capitalist, democratic and liberal as the West. So no reason to continue opposition.
- ▶ But the West continued to expand NATO to the East swallowing East Europe and threatening Russia. That created cognitive dissonance.
- ▶ Precisely in that moment – beginning of 90-s – geopolitics was discovered: in Military Academy of General Staff and elsewhere.
- ▶ From that moment geopolitics became the parallel ideology of Russia or main frame of strategy for Russian Deep State.

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেখা গেল হিটলার সম্পূর্ণভাবে কার্ল হাউসভোফারের (Karl Haushofer) ভূরাজনৈতিক পরামর্শ উপেক্ষা করেছিলেন। ফলে জার্মানি, হিটলার, এবং ন্যাশনাল সোশালিজম ইতিহাসের মঞ্চ থেকে বিলীন হয়ে গেল। এই মৃত্যুসংঘাতমূলক যুদ্ধ মানবজাতিকে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর মুখোমুখি করেছিল। যুদ্ধের পরই শুরু হলো শীতল যুদ্ধ (Cold War), যেখানে পুনরায় ক্লাসিক্যাল ভূরাজনৈতিক মানচিত্রের বাস্তব চিত্র দেখা গেল।

■ শীতল যুদ্ধে ছিল দুটি মূল শিবির: সোভিয়েত শিবির, যার অংশ ছিল চীন সহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ, এবং পুঁজিবাদী শিবির। এই সময়ে কমিউনিজমকে Behemoth বা বৃহৎ ভূমি শক্তি (Land Power) হিসেবে দেখা হলো। কমিউনিজম বিজয়ী হলো সেইসব দেশগুলোতে যেখানে কৃষিপ্রধান বা গ্রামীণ সমাজ ছিল—রাশিয়া ও চীনের মতো। কারণ এই দেশগুলো ছিল Land Power, যা সমুদ্র শক্তি (Sea Power) বা শিল্পতান্ত্রিক, লিবারেল দেশের বিপরীতে অবস্থান

করেছিল। শীতল যুদ্ধের ভূরাজনৈতিক বিশ্লেষণ এখানেই নিহিত। তবে ভূরাজনীতির বৈজ্ঞানিক ধারণা এবং এর ভবিষ্যত আলাদা ছিল। যুক্তরাষ্ট্রে ভূরাজনীতি সর্বদা একটি প্রাথমিক কৌশল হিসেবে বিবেচিত হয়। ম্যাককিন্ডার এবং স্পাইকম্যানের (Spykman) যুগ থেকে, যুক্তরাষ্ট্রে ভূরাজনীতিকে বিশ্ব এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি বোঝার একটি মৌলিক দৃষ্টিকোণ হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। কিন্তু জার্মান প্রচেষ্টা, যেখানে ইউরোপীয় মহাদেশকে ভূরাজনীতির মূল বিষয় হিসেবে দেখা হয়, তা হতাশাজনকভাবে হাউসভোফারের হিটলারের সাথে সম্পর্ক এবং নাজিদের অপরাধের কারণে 'দুষ্ট বা ব্রাল্ল বিজ্ঞান' হিসেবে পরিণত হয়। ফলস্বরূপ, মহাদেশীয় ভূরাজনীতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেল, যখন এ্যাংলো-স্যাকসন ভূরাজনীতি যুক্তরাষ্ট্রে এবং ইংল্যান্ডে মূল কৌশল হিসেবে বজায় থাকল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, ভূরাজনীতির দুটি ভিন্ন অর্থ হয়ে গেল:

১. যুক্তরাষ্ট্রে এটি একটি সম্পূর্ণ যৌক্তিক, বাস্তববাদী এবং ইতিবাচক বিজ্ঞান।
২. যুক্তরাষ্ট্রে এবং ইংল্যান্ডের বাইরে, এটি নাজি বা ফ্যাসিস্ট ও অসম্ভব একটি জিনিস হিসেবে গণ্য।

এই বিভাজন হলো যেমন একজন দাবাড়ু খেলোয়াড় চাইবে খেলার কৌশল শেখাতে না, যাতে অন্যকে হারানো সহজ হয়। ব্রজিনস্কি (Brzezinski) এই কৌশলকে "Game of One" হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ ভূরাজনীতি ইউরোপে নিষিদ্ধ হলেও, এ্যাংলো-স্যাকসন বিশ্বে এটি শিক্ষিত এবং প্রয়োগযোগ্য একটি বিজ্ঞান হিসেবে বিবেচিত। সোভিয়েত ইউনিয়নে হাউসভোফারের খ্যাতির কারণে ভূরাজনীতি 'বুর্জোয়া বিজ্ঞান' হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং নিষিদ্ধ করা হয়। ফলে মহাদেশীয় ভূরাজনীতির সম্পূর্ণ জ্ঞান হারানো গেল। অন্যদিকে, Sea Power ভিত্তিক ভূরাজনীতি চলতে থাকল। ফলে Land Power শুধুই একটি বস্তু হিসেবে রয়ে গেল। যেমন আমরা কুকুর বা বিড়ালকে মানবীয় ভাষা শেখাই না, তাই আমরা তাদের 'মূর্খ' বলি; ঠিক তেমনিভাবে, যারা Anglo-Saxon বিশ্বের বাইরে আছেন, তাদের জন্য ভূরাজনীতি 'নিষিদ্ধ' বা 'অধিকাংশই অজ্ঞাত'।

কমিউনিজম পতনের পর, রাশিয়ান সমাজ বুঝতে পারল না বিশ্বে কী ঘটছে। সবাই অনুভব করল কিছু ভুল হচ্ছে, কিন্তু কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা নেই। পূর্বের চিন্তাভাবনা হারিয়ে গেলে, রাশিয়ার রাজনৈতিক ও সামরিক এলিটরা বিভ্রান্ত হলো। তারা পশ্চিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে চাইল, কিন্তু পশ্চিম দেশগুলি NATO সম্প্রসারণ চালিয়ে গেল। ফলে এক ধরনের মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক শক তৈরি হলো।

১৯৯০-এর দশকের শুরুর দিকে, রাশিয়ার মিলিটারি অ্যাকাডেমি ও অন্যান্য স্থানে পুনরায় ভূরাজনীতি আবিষ্কৃত হলো। এটি সম্ভব হলো আমাদের কিছু সাহায্যের কারণে—যেহেতু আমি কমিউনিস্ট ছিলাম না, বিভিন্ন দর্শন ও রক্ষণশীল মান দেখেছিলাম এবং কমিউনিজমের পতনের আগে থেকেই ইউরোপীয় রক্ষণশীল বৃত্তের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলাম। ফলে কমিউনিজম পতনের পর আমরা জেনারেল ও সামরিক কর্মকর্তাদের বুঝানোর চেষ্টা করলাম যে, ভূরাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বের ঘটনাগুলি কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

Russian geopolitics as Land Power and Heartland

- ▶ Main principles
 - ▶ Acceptance of relevance of classical Anglo-Saxon geopolitics and the basic dualism of Mackinder
 - ▶ Affirmation of Heartland as subject (主体). Behemot becomes conscious
 - ▶ Identification of USA and NATO as antagonist force, but recognized as subject (主体) too. Chess as two players game.
 - ▶ Taking into account German continental tradition (ambivalent in Haushofer and with new metaphysical depth in Carl Schmitt)
 - ▶ Discovery of first Russian Eurasianists of 20-s (XX century) with their intuition of dualism Russia-Eurasia against the West
 - ▶ Program text Foundations of Geopolitics was published in 1997. Parts earlier – from 1991 as articles and shorter books (Great War of Continents 1991)

Results of WWII

- ▶ Haushofer suggested to Hitler alliance whether with West (Sea Power) or with East (Land Power) but he preferred East (Berlin-Moscow-Tokyo axis)
- ▶ Hitler has chosen the fight against both. That was geopolitical madness. It caused the defeat of Germany.
- ▶ After WWII began cold war: direct realization of Sea Power geopolitics.
- ▶ NATO was created as Nord-Atlantic Alliance as pure Sea Power.
- ▶ Strategy of Sea Power rested the same – surround Heartland
- ▶ Geopolitics was absent in Russia and Germany: only Sea Power geopolitics studied in USA and Great Britain.
- ▶ Great War of Continents has acquired the form of ideological struggle between two superpowers

■ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর, রাশিয়ায় ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক এবং কৌশলগত পরিবর্তনগুলোকে শুধুমাত্র কমিউনিস্ট মতাদর্শের বাইরে বোঝানোর একটি যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেওয়াই মূল লক্ষ্য ছিল। তখনকার সময়ে সরকার ও সমাজের অনেক লিবারেল এই দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, কারণ তারা পশ্চিমা নীতিমালা মেনে চলতে চেয়েছিল। ভূ-রাজনীতি (Geopolitics) তখন “নিষিদ্ধ” বা “ছদ্ম-বিজ্ঞান” হিসেবে দেখা হতো। এমনকি জর্জ সোরোস রাশিয়ায়

এসেছিলেন, বলার জন্য যে “ভূ-রাজনীতি পুরোপুরি ভুল” – অর্থাৎ রাশিয়া এবং চীনের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য, কিন্তু পশ্চিমাদের ক্ষেত্রে নয়।

তবে ধীরে ধীরে রাশিয়ায় ভূ-রাজনীতি প্রধান কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে। এটি ঘটেছিল গভীর রাষ্ট্র কাঠামোর (deep state), সামরিক মহল এবং দেশপ্রেমিকদের মাধ্যমে। আজ রাশিয়ার সব বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভূ-রাজনীতি শেখানো হয়। এর ফলে রাশিয়ায় ভূ-রাজনীতি একটি মূলতাত্ত্বিক ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

চীনের শাংহাইয়ে, জুন মাসে একটি প্রেস কনফারেন্সে ড. ফেং শাওলে (East China Normal University, Center for Russian Studies-এর পরিচালক) জানিয়েছিলেন যে তিনি সম্প্রতি রাশিয়ার Valdai Club থেকে ফিরে এসেছেন এবং পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। চীনা অধ্যাপক জিঙ্গেস করেছিলেন, “আপনার রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের তাত্ত্বিক ভিত্তি কী?” পুতিনের উত্তর ছিল: “ভূ-রাজনীতি, মতাদর্শ নয়।”

রাশিয়ায় এই ভূ-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মূল সূচনা হয় ১৯৯০-এর দশকে। কিন্তু সত্যিকারভাবে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় পুতিনের নেতৃত্বে। এখন রাশিয়ার কৌশলগত অবস্থান এবং সিদ্ধান্তগুলোর প্রধান ভিত্তি হলো ভূ-রাজনীতি। এটি মূলত Haushofer-এর ধারণার ধারাবাহিকতা, তবে রাশিয়ার ক্ষেত্রে Land Power এবং Sea Power-এর দ্বৈততা নতুনভাবে দেখা হয়। জার্মানি ইউরোপের হার্টল্যান্ড (Heartland) হিসেবে পরিচিত ছিল, আর রাশিয়াকে Mackinder-এর ধারণা অনুযায়ী “অবিচ্ছিন্ন হার্টল্যান্ড” হিসেবে ধরা হয়। সেক্ষেত্রে ইউরেশিয়ার ধারণা জন্ম নেয়। এই ভূ-রাজনৈতিক ধারণায় রাশিয়া স্বয়ং এক “সাবজেক্ট” হিসেবে নিজেকে স্বীকার করে। একই সময়ে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ন্যাটোকেও আমরা প্রতিপক্ষ বা formal enemy হিসেবে স্বীকার করি। এটি Carl Schmitt-এর Friend-Enemy তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ আমরা তাদের অস্তিত্বকে স্বীকার করি, কিন্তু তারা আমাদের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারবে না। পুতিনের সমস্ত নীতি মূলত স্বাধীনতা পুনঃস্থাপন এবং নিজেদের ভূ-রাজনৈতিক স্থানকে রক্ষা করার উপর কেন্দ্রীভূত।

রাশিয়ায় ইউরেশিয়ান আন্দোলন (Eurasianist movement) ইতিমধ্যেই ২০শ শতকের শুরুতে সাদা রাশিয়ান অভিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা পিটার সাভিতস্কি ছিলেন একজন ভূ-তাত্ত্বিক, যিনি Mackinder-এর চিন্তাভাবনা পড়ে রাশিয়াকে ইউরেশিয়া বা হার্টল্যান্ড হিসেবে বোঝার প্রথম প্রচেষ্টা করেছিলেন। ইউরেশিয়ানরা মূলত পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে ছিলেন, কিন্তু তারা কমিউনিস্ট ছিলেন না। তারা পশ্চিমাদের অপছন্দ করতেন এবং রাশিয়ার স্বতন্ত্র পরিচয় ও ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন।

১৯৯১ সালে কমিউনিজমের পতনের পর Den’ নামের একটি ম্যাগাজিনে প্রথম ইউরেশিয়ান সম্পর্কিত লেখা প্রকাশিত হয়। এরপর ১৯৯৭ সালে Foundations of Geopolitics প্রকাশিত হয়, যা রাশিয়ান ভূ-রাজনীতির আধুনিক স্কুলের ভিত্তি স্থাপন করে। ইউরেশিয়ান আন্দোলন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাশিয়ার কৌশলগত অবস্থানকে নির্ধারণ করে।

Multipolar Project

- ▶ In order to effectively oppose Sea Power Heartland has to restructure the Rimland zone.
- ▶ USSR being strong and powerful wasn't capable to do that alone. Reduced Russia obviously couldn't afford it at all. So the idea of conquest by force was immediately abandoned.
- ▶ The only way to achieve the goal was the politics of alliances directly or indirectly against Sea Power. Rimland can not be Russian. Well, it shouldn't be American (or West European). That's the fundamental.
- ▶ At that moment Russian geopolitical school has discovered the concept of Big Spaces (Grossraum), accepted plurality of civilizations that have reappeared after the end of bipolar era and started to develop Theory of Multipolar World.

ভূ-রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে, এখন রাশিয়ার লক্ষ্য Rimland (সী-পাওয়ার দ্বারা প্রভাবিত অঞ্চলের সীমান্ত) কে রাশিয়ার জন্য নিরাপদ করা, তবে এটি কলোনাইজ করা নয়। এটি করার জন্য তারা বন্ধু তৈরি করে এবং বিভিন্ন শক্তিকে সমানভাবে সমর্থন করে যাতে সেগুলি Sea Power থেকে স্বাধীন হয়ে ওঠে। রাশিয়ার কোনও বিস্তৃত রাজনীতিক বা মতাদর্শগত লক্ষ্য নেই। এটি একটি প্রায়োগিক (pragmatic), কিছুটা লিবারেল, কিছুটা জাতীয়তাবাদী, দেশপ্রেমিক এবং ঐতিহ্যবাহী সমাজের উপর নির্ভরশীল নীতি। রাশিয়ার উদ্দেশ্য হলো Rimland কে প্রো-আমেরিকান না করা, সেটি প্রো-রাশিয়ান করা নয়।

সংক্ষেপে, রাশিয়ার আধুনিক ভূ-রাজনীতি হলো:
কমিউনিস্ট মতাদর্শের বাইরে দাঁড়ানো।

ভূ-রাজনীতিকে কৌশলগত ও তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা। Land Power হিসেবে রাশিয়ার স্ব-পরিচয় প্রতিষ্ঠা। Sea Power-এর উপস্থিতি স্বীকার, কিন্তু তাদের থেকে স্বাধীনতা রক্ষা। Rimland-কে নিরাপদ করা, কিন্তু কলোনাইজ বা প্রভাব বিস্তার নয়। বন্ধু ও সমমনা শক্তির মাধ্যমে বহুমাত্রিক কৌশল তৈরি করা।

■ রাশিয়ার সমসাময়িক ভূরাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি—বিশেষ করে পুতিন-পরবর্তী নয়, বরং পুতিনের অধীনে গড়ে ওঠা Land Power বনাম Sea Power-এর সংঘর্ষ, এবং তার সঙ্গে যুক্ত multipolar world, Heartland, Rimland, ও Big Spaces / Civilizational Poles-এর ধারণা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

লেখকের বক্তব্য শুরু হয় একটি অদ্ভুত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ স্বীকারোক্তি দিয়ে—রাশিয়া নিজেকে এখন আর কোনো মতাদর্শিক সাম্রাজ্য হিসেবে উপস্থাপন করতে চায় না। সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো তারা আর কোনো আদর্শ (কমিউনিজম, বিপ্লব, বিশ্বব্যবস্থা) রপ্তানি করতে চায় না। বরং তারা বলছে: “তোমরা আমাদের পছন্দ না-ও করতে পারো, কিন্তু যদি আমেরিকার অধীনে না থাকো, স্বাধীন হও—তাতেই আমরা তোমাদের পাশে থাকতে পারি।” এটা একটা নেতিবাচক ঐক্য (negative alliance)—আমেরিকা-বিরোধিতাই যথেষ্ট শর্ত, কোনো ইতিবাচক আদর্শ চাপানোর দরকার নেই।

এখানে লেখক রাশিয়ার “দুর্বলতা”-কেই তাদের সবচেয়ে বড় কৌশলগত সম্পদ হিসেবে তুলে ধরছেন। সোভিয়েত বা জার সাম্রাজ্যের মতো শক্তিশালী না হওয়ায়, রাশিয়া এখন আর অন্যদের ভয় দেখায় না। তুরস্ক, ইরান, মুসলিম বিশ্ব—তারা বুঝতে পারছে যে রাশিয়া আর ধর্মীয় বা সাম্রাজ্যিক আগ্রাসনের হুমকি নয়। ফলে ঐতিহাসিক শত্রু রাও ধীরে ধীরে রাশিয়াকে সম্ভাব্য মিত্র হিসেবে দেখতে শুরু করছে। সিরিয়ায় রাশিয়ার ভূমিকা এর বাস্তব উদাহরণ—সেখানে রাশিয়া একধরনের anti-Sea Power alliance গড়ে তুলেছে।

এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে ইরান সম্পূর্ণভাবে Sea Power-বিরোধী, আর তুরস্কও ধীরে ধীরে সেই দিকে যাচ্ছে। এরদোয়ান যত বেশি আটলান্টিকবাদ (Atlanticism) থেকে দূরে যাচ্ছে, তত বেশি পুতিনের বন্ধু হয়ে উঠছে। এটাকেই লেখক বলছেন আজকের “বাস্তব ভূরাজনীতি”।

এরপর আসে রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সমালোচনা। ইয়েলৎসিন ও রুশ লিবাবেলদের “পঞ্চম কলাম” বলা হচ্ছে—কারণ তারা নাকি রাশিয়ার রাজনীতিক ছিলেন না, বরং পশ্চিমা স্বার্থের প্রতিনিধি ছিলেন। তাদের লক্ষ্য ছিল Land Power-কে ভেঙে Sea Power-এর অধীনে নিয়ে যাওয়া। পুতিন এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং Heartland-এর পুনর্গঠনকে গ্রহণ করেছেন।

Conclusion. Pluriversum

- ▶ Today geopolitical dualism acquires new dimension:
 - ▶ it can not be anymore bipolar West (USA, EU, NATO) vs Heartland;
 - ▶ it is unipolarity (or globalism) vs multipolarity (order of civilizations or Big Spaces)
- ▶ Sea Power represent Post-Modernity, global West
- ▶ Land Power (continentalism) is the Rest (not Russia)

The role of traditional Heartland (Russia) in that multipolar project is to be in front of alternative World Order. Not any more as ideological or imperialist power (as in the past) but friendly and honest defender of the plurality of civilizations.

China, Europe, India, Muslim countries, Africa, Latin America and USA itself will find in the Multipolar World Order worthy place independent from present Western hegemony but independent as well from Russia.

কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—এই Heartland কৌশল আর আগের মতো দ্বিমেরু (bipolar) হতে পারে না। সোভিয়েত বনাম আমেরিকা—এই মডেল ইতিহাসে শেষ। এখন একমাত্র সম্ভব multipolar world—যেখানে একাধিক শক্তিকেন্দ্র থাকবে, এবং কেউ কাউকে শাসন করবে না। Sea Power যেন Land Power-কে শাসন করতে না পারে—এটাই মূল লক্ষ্য। আর সেটা একা রাশিয়ার পক্ষে সম্ভব নয়, তাই অন্য “পোল”-এর সহযোগিতা দরকার।

এখান থেকেই আসে Carl Schmitt-এর “Big Spaces” ধারণা। Big Space মানে শুধু রাষ্ট্র নয়—বরং বৃহৎ সভ্যতাগত অঞ্চল। কিছু Big Space শক্তিশালী, কিছু তৈরি হচ্ছে, কিছু ক্ষয়িষ্ণু। এই Big Spaces-গুলোর মানচিত্র প্রায় হান্টিংটনের “সভ্যতার মানচিত্র”-এর মতো। অর্থাৎ ভবিষ্যতের বিশ্বব্যবস্থা হবে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক নয়, সভ্যতাকেন্দ্রিক। রাশিয়া ইউরোপের কাছে একটাই জিনিস চায়—NATO বেরিয়ে যাক, এবং ইউরেশিয়ান কৌশলের সঙ্গে যুক্ত হোক। এজন্য রাশিয়া ডান-বাম না দেখে যেকোনো Atlanticism-বিরোধী শক্তিকে সমর্থন করছে, এমনকি ইউরোপীয় পপুলিস্টদেরও। পুতিনের কল্পনায় “Greater Europe from Lisbon to Vladivostok”।

একই যুক্তিতে রাশিয়া ইসলামী সভ্যতার সঙ্গেও সম্পর্ক চায়—তুরস্ক, ইরান, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, আরব বিশ্ব। এখানে তারা স্পষ্ট বলছে—আমরা তোমাদের খ্রিস্টান বানাতে চাই না, আমাদের দর্শন চাপাতে চাই না। তোমরা ইসলামি থাকবে—আমরা সেটা মেনেই কৌশলগত মৈত্রী চাই। একই কথা ভারত, চীন, জাপানের ক্ষেত্রেও।

এখানেই জাপানের কাছে কুরিল দ্বীপ দেওয়ার প্রস্তাবের ব্যাখ্যা আসে—লক্ষ্য জাপানকে পশ্চিমা নিয়ন্ত্রণ থেকে সরিয়ে নিরপেক্ষ সভ্যতাগত শক্তি বানানো।

এরপর লেখক Sea Power বা গ্লোবালিস্টদের ভয়াবহ পরিকল্পনার কথা বলেন। তারা চায় একটি এমন বিশ্ব, যেখানে চীনকেও Sea Power-এর অংশ বানানো হবে, কিন্তু শর্তসাপেক্ষে—চীনের উপকূলীয় পুঁজিবাদী অঞ্চল থাকবে, কিন্তু অভ্যন্তরীণ ঐতিহ্যবাহী চীন (শিনজিয়াং, তিব্বত, কৃষক সমাজ) দুর্বল বা বিচ্ছিন্ন হবে। “মানবাধিকার”, “উদারীকরণ”, “সিভিল সোসাইটি”—এসব হলো চাপ সৃষ্টির হাতিয়ার (Soros network, Fifth/Sixth Column)।

এই Sea Power কৌশলের মূল হলো chaos strategy—নতুন কোনো শৃঙ্খলা গড়া নয়, বরং বিদ্যমান রাষ্ট্রগুলো ভেঙে ফেলা। ব্রেজিনস্কির The Grand Chessboard অনুযায়ী ইউরেশিয়াকে Balkanize করতে হবে—মুসলিম বনাম মুসলিম, জাতিগত দ্বন্দ্ব, রাশিয়া বনাম ইউক্রেন ইত্যাদি। ইউক্রেন এখানে মিত্র নয়, বরং chaos তৈরির একটি পয়েন্ট।

এই কারণেই Sea Power-এর কোনো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় স্বাধীন বহু-পোল বা শান্তির ধারণা নেই। এমনকি তারা quadripolar বা multipolar ধারণাকে ভাষাগতভাবেই ধ্বংস করতে চায়—কারণ তারা জানে, শব্দ ও ধারণার শক্তি কত ভয়ংকর।।।।।

■ সমস্ত আমেরিকান বিশেষজ্ঞ, কৌশলজ্ঞ, “ভবিষ্যদ্বক্তা” বা রাজনৈতিক বিশ্লেষকের বইগুলো, যেমন আমি মাঝে মাঝে বলি, মূলত বিশ্বের বিভিন্ন ধ্রুবক বা কেন্দ্রকে ধ্বংস ও বিলুপ্ত করার চেষ্টা করে। তাদের লক্ষ্য হলো শুধুমাত্র বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। এই বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে তারা এমন একটি বিশ্ব তৈরি করতে চায় যেখানে তারা এখনও বৈশ্বিক ক্ষমতা বজায় রাখতে এবং বিশ্বের শাসন চালাতে পারবে। তারা ইউরেশিয়াকে একটি উন্নত সরকারের মাধ্যমে সঠিকভাবে শাসন করতে চায় না—রাশিয়ার কোনো প্রয়োজন তাদের নেই। তারা রাশিয়াকে দোষারোপ করে এবং পুতিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে, সেটা পুতিনকে ব্যক্তিগতভাবে অপছন্দ করার কারণে নয়, বরং রাশিয়াকে স্বাধীনভাবে থাকতে দেবেনা বলে। এটি Ontological বা অস্তিত্বগত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়। এটি মূলত Sea Power বনাম Land Power-এর দ্বন্দ্ব। এখানে কোনো ব্যক্তিগত অনুভূতির স্থান নেই। পুতিন তাদের সঙ্গে কোনো চুক্তি বা সমঝোতা করতে পারে, কিন্তু তারা রাশিয়াকে কোনো স্বাধীন প্রজাতি হিসেবে দেখেনা, রাশিয়ার জন্য তারা কেবল বিশৃঙ্খলার ধারণাই দেখেন।

কিন্তু যদি আমরা ইউরেশিয়ার ধ্রুবক বা কেন্দ্রকে স্বীকার করি, তাহলে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃশ্য দেখা যায়। প্রথমত, ইউরোপীয় এবং চীনা অঞ্চলগুলো সঙ্গে সঙ্গেই স্বাধীন হয়ে যায়। তারা পশ্চিমাদের উপর নির্ভরশীলতা হারায়, কিন্তু এই নির্ভরশীলতার পরিবর্তে রাশিয়ার ওপর নির্ভরশীল হয় না। জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আমি এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। তখন তারা বলেছিল, “আপনি চাইছেন, আমেরিকার শাসনের বদলে ইউরেশিয়ার শাসন প্রতিষ্ঠা করতে। যখন আমেরিরকরা চলে যাবে, তখন আপনি আসবেন।” আমি তখন বলেছিলাম, “আপনারা মূল ভাবনাটি বুঝতে পারলেন না। যদি তারা এখানে থাকে, সেখানে কেবল বিশৃঙ্খলা থাকবে। চীন এবং ইউরোপ পশ্চিমাদের উপর নির্ভরশীল থাকবে, তা ‘বহুপাক্ষিক মিত্র’ বা অন্য কোনো আখ্যায়িতভাবে হোক না কেন। কিন্তু রাশিয়ার উপস্থিতিতে, আপনি স্বাধীন হবেন—তাদের থেকে, কিন্তু আমাদের থেকেও, কারণ আমরা আপনাদের হুমকি দিতে পারব না। বাকি সবাই স্বাধীনতা পাবে।

স্বাধীনতা মানে সুখ বা আনন্দের শেষবিন্দু নয়। এটি একটি চ্যালেঞ্জ, কারণ স্বাধীন থাকতে হলে আপনাকে শক্তিশালী হতে হবে এবং একটি পরিচয় থাকতে হবে। স্বাধীনতা হলো বহু-মুখী বা multipolar বিশ্বের একটি দায়িত্ব। এটি কোনো উপহার নয়; বরং এটি পরিচয় ও স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠার একটি সুযোগ। যে কেউ সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক বা সভ্যতার আন্নার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তাদের জন্য এটি একটি উপহার, কিন্তু সরকার বা রাষ্ট্রগুলোর জন্য এটি একটি বড়ো দায়িত্ব, কারণ তাদের নিজেদের প্রয়াসে পরিচালনা করতে হবে, কোনো রেডিমেড বা প্রস্তুত সমাধান নেই।

বর্তমান একধরনের একধাবী বা unipolar বিশ্বে, পশ্চিমারা নির্দেশ দেয় যে, “আপনি আমাদের নিয়ম মেনে চলুন, এটি করুন, ওটা করুন, সব ঠিক হয়ে যাবে—যা হয়তো এখন নয়, হয়তো কিছু শক থেরাপির মধ্য দিয়ে যেতে হবে,” ইত্যাদি।

কিন্তু স্বাধীনতা হল প্রকৃত স্বাধীনতা এবং প্রকৃত সম্ভাবনার সুযোগ, একটি খোলা সম্ভাবনা। ইতিহাস এখানেই শেষ নয়। ইতিহাস খোলা।

আজকের ভূ-রাজনৈতিক দ্বৈততা নতুন মাত্রা পেয়েছে। এটি আর পূর্বের মতো West বনাম Heartland দ্বিপোলীয় নয়। বরং এটি হলো unipolarity এবং globalization বনাম multipolarity, অর্থাৎ সন্ত্যতার ক্রমবিন্যাস বা “বড়ো অঞ্চলের” নিয়ম।

আমরা কি ইউরেশিয়ান প্রকল্পকে চীনের প্রখ্যাত win-win কৌশলের সঙ্গে যুক্ত করতে পারি? নিশ্চয়ই না। কারণ Sea Power তাদের আধিপত্য এবং নেতৃত্ব হারাবে, যা একপক্ষীয় সময়ে ছিল। কমিউনিজমের পতনের পরে, তাদের কাছে বৈশ্বিক শাসনের সুযোগ ছিল, এবং তারা এই সুযোগটি ১০ বছরের বেশি সময় ধরে কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু ৯/১১ এবং পুতিনের ক্ষমতায় আসার পর, তাদের আধিপত্য সীমিত হয়ে গেছে।

তাহলে কেন win-win হবে না? কারণ multipolarity-এর জন্য কেউ না কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি multipolarity হয়, কেউ না কেউ হারবে। এটি কি Continental Heartland-এর ক্ষতির কারণ হবে? না কি পশ্চিমাদের বৈশ্বিক আধিপত্য হারাতে? এটি একটি win-lose কৌশল, একটি খোলা, মহাদেশীয় লড়াই যেখানে কোনো নিরপেক্ষ সমাধান নেই।

একটি সমাধান হলো multipolarity। অন্যদিকে আছে unipolarity এবং globalization। এটি কোনো win-win নয়। কিন্তু একই সঙ্গে, এই সমস্ত কিছুই সমাপ্তি, সফলতা বা চূড়ান্ত ফলাফল পূর্বনির্ধারিত নয়। এটি খোলা ইতিহাস। ইতিহাসের শেষ নেই। আমি ওয়াশিংটনে ফুকুয়ামার সঙ্গে এটি আলোচনা করেছি, এবং তিনি স্বীকার করেছেন যে, তিনি অতিশয় তাড়াহুড়া করেছিলেন ইতিহাসের শেষ ঘোষণা করার ক্ষেত্রে। এখন ইতিহাসের শেষ শেষ হয়েছে। আর কোনো ইতিহাসের শেষ নেই। ইতিহাস এখানে, সব সম্ভাবনা, বিপদ, ঝুঁকি এবং খোলা শেষের সঙ্গে, চলমান। ইতিহাসে কোনো win-win নেই। কেউ না কেউ হারবে।

ইউরেশিয়ান দৃষ্টিকোণ থেকে এর উপসংহার হলো—এইবার Sea Power হারুক, এবং আমরা জয়ী হই।।।।

রেফারেন্স :

Bibliography

Abe I. Chiseigaku nyumon. Tokyo: Kokon-Shoin, 1933.

Agnew J. Geopolitics: Re-Visioning World Politics. Londres: Routledge, 1998.

Agnew J., Mitchell K. & O'Thuatail G.(eds.) A Companion to Political Geography. London: Blackwell, 2002.

Al-Rodhan N.R.F. Neo-statecraft and meta-geopolitics. Berlin: Lit Verlag, 2009.

Aldrich R. J. The Hidden Hand: Britain, America and Cold War Secret Intelligence. Duckworth, 2006.

Ambrosio Th. Challenging America global Preeminence: Russian Quest for Multipolarity.

Chippenheim, Wiltshire: Anthony Rose, 2005.

Amin S. Eurocentrism. New York: Monthly Review Press, 2010.

Amin S. *The Liberal Virus*. London: Pluto Press, 2005.

Amin S. *Transforming the revolution: social movements and the world-system*. Delhi: Aakar Books, 2006.

Ancel J. *Géopolitique*. Paris: Bibliothèque d'Histoire et de Politique, 1936.

Ancel J. *Geographies des frontières*. Paris: Gallimard, 1938.

Aras B. *The new geopolitics of Eurasia and Turkey's position*. London: Frank Cass, 2002.

Armstrong D. *Drafting a plan for global dominance // Harper's Magazine*. October 2002.

Attali J. *Lignes d'horizon*. Paris: Fayard, 1990.

Axelos K. *Vers la pensée planétaire*. Paris: Les Éditions de Minuit, 1964.

Barnett T. P. M. *Great Powers: America and the World after Bush*. New York: Putnam Publishing Group, 2009.

Barnett T. P. M. *The Pentagon's New Map*. New York: Putnam Publishing Group, 2004.

Beales A. C. F. *The history of peace; a short account of the organised movements for international peace*. New York: Garland Pub., 1971.

Beck U. *Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1986.

Behar P. *Une géopolitique pour l'Europe, vers une nouvelle Eurasie*. P.: Editions Desjonquères, 1992.

Benoist A. de. *Europe, Tiers Monde Meme Combat*. P.: Laffont, 1986.

Benoist A. de. *L'idée d'Empire/ Actes du XXIVe colloque national du GRECE. Nation et Empire. Histoire et concept*. Paris: GRECE 1991.

Bhagwati J. N. *Free Trade Today*. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2002.

Bhagwati J. N. *In Defense of Globalization*. New York: Oxford University Press, 2004.

Bowman I. *Geography in relation to the social sciences*. New York: C. Scribner's Sons, 1934.

Bowman I. Geography vs. Geopolitics. New York: American geographical society, 1942.

Bowman I. International Relations. Chicago: American Library Association, 1930.

Bowman I. The new world: problems in political geography. Chicago: World Book Company, 1928.

Braudel F. (dir.) La Méditerranée. L'espace et les hommes. Paris: Arts et métiers graphiques, 1977.

Braudel F. Civilisation matérielle, économie et capitalisme (XVe-XVIIIe siècles). 3 volumes. Paris, Armand Colin, 1979.

Brechtefeld J. Mitteleuropa and German politics. New York, 1996.

BRICs and beyond. Goldman Sachs Global Economics Group. NY, 2007.

Bruhnes J. Géographie humaine. Paris: Michelet, 1910.

Brzezinski Z. America and the World: Conversations on the Future of American Foreign Policy. New York: Basic Books, 2008.

Brzezinski Z. Between Two Ages : America's Role in the Technetronic Era. New York: Viking Press, 1970.

Brzezinski Z. Game Plan: A Geostrategic Framework for the Conduct of the U.S.-Soviet Contest. Boston: Atlantic Monthly Press, 1986.

Brzezinski Z. Grand Failure: The Birth and Death of Communism in the Twentieth Century. New York: Charles Scribner's Son, 1989.

Brzezinski Z. Power and Principle: Memoirs of the National Security Adviser, 1977-1981. New York: Farrar, Strauss, Giroux, 1983.

Brzezinski Z. The Choice: Global Domination or Global Leadership, New York: Basic Books, 2004.

Brzezinski Z. The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives. New York: Basic Books, 1997.

Brzezinski Z. Second Chance: Three Presidents and the Crisis of American Superpower. New York: Basic Books, 2007.

Brzezinski Z. Soviet Bloc: Unity and Conflict, N.Y. Harvard University Press, 1967.

- Burnham J. The Struggle for the World. New York: The John Day Company, Inc, 1947.
- Canagarajah A. S. A geopolitics of academic writing. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2002.
- Chauprade A., Thual F. Dictionnaire de géopolitique. Paris: Ellipses, 1999.
- Chauprade A. Géopolitique - Constantes et changements dans l'histoire. Paris: Ellipses, 2007.
- Chauprade A. Introduction à l'analyse géopolitique. Paris: Ellipses, 1999.
- Chauprade A. Les Balkans, la Guerre du Kosovo (en collaboration). Paris/Lausanne: L'Âge d'Homme, 2000.
- Chauprade A. Géopolitique des États-Unis (culture, intérêts, stratégies). Paris: Ellipses, 2003.
- Chauprade A. Une nouvelle géopolitique du pétrole en Afrique //Chronique du choc des civilisations. Editions Chronique. Janvier, 2009.
- Cheradame A. L'Allemagne, la France et la question de l'Autriche. P.:Plon, 1902.
- Chomsky N. The Cold War and the Superpowers// Monthly Review. Vol. 33. № 6. November 1981. C. 1–10.
- Chomsky N. Profit over people: neoliberalism and global order. New York: Seven Stories Press, 1999.
- Chomsky N. Hegemony or survival: America's quest for global dominance. New York: Penguin, 2007.
- Cohen S.B. Geography and Politics in a World Divided. New York: Praeger, 1963.
- Cohen S.B. Geopolitics of World System. NY: Rowman&Littlefield publishers, 2002.
- Cohn N. The Pursuit of the Millennium: Revolutionary Millenarians and Mystical Anarchists of the Middle Ages. London; New York: Oxford University Press, 1957.
- Coudenhove-Kalergi R. Paneuropa. Wien, 1923.
- Coutau-Bégarie H. 2030, la fin de la mondialisation? P.: Artega, 2009.
- Coutau-Bégarie H. Géostratégie du Pacifique. P.: Economica, 2001.
- Coutau-Bégarie H. La Lutte pour l'empire de la mer. P.: Economica, 1999.

Coutau-Bégarie H. Marins et océans. 2 v. P.: Economica, 1999.

Coutau-Bégarie H. Pensée stratégique et humanisme. P.: Economica, 2000.

Crocker D. A. Ethics of Global Development: Agency, Capability, and Deliberative Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

Cunningham L. A. From Random Walks to Chaotic Crashes: The Linear Genealogy of the Efficient Capital Market Hypothesis//George Washington Law Review. 1994. Vol. 62

Daly H. E. Globalization and Its Discontents// Philosophy and Public Policy Quarterly. 2001. 21, 2/3.

Daly H. E. Globalization's Major Inconsistencies//Philosophy and Public Policy Quarterly. 2003. 23, 4.

Debrix F., Lacy M. The geopolitics of American insecurity: terror, power and foreign policy. Abingdon: Routledge, 2009.

Desan W. The Planetary Man, Vol. 1: A Noetic Prelude to a United World. Washington,DC: Georgetown University Press, 1961.

Dodds K. Geopolitics: A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press, 2007.

Dodds K. Geopolitics in a changing world. London: Prentice Hall, 2000.

Dodds K. Global geopolitics: a critical introduction. Harlow: Pearson Education Ltd, 2005.

Dolman E. C. Geostrategy in the Space Age: An Astropolitical Analysis/ Gray Colin S., Sloan G. (ed.) Geopolitics, Geography and Strategy. London: Frank Cass, 2003.

Dorrien G. Imperial Designs: Neoconservatism and the New Pax Americana. New York: Routledge, 2004.

Douguine A. Le prophete de l'eurasisme. Paris:Avatar, 2006; Idem. La grande guerre des continents. Paris:Avatar, 2006.

Douhet G. Command of the Air. New York : Coward, McCann & Geoghegan, 1942.

Dughin A. Continente Russia. Parma: All'isegno di Veltro, 1992.

Dughin A. Eurasia. La Rivoluzione Conservatrice in Russia. Roma, 2005.

Dughin A. Fundamentele geopoliticii. Bucarest.:Andersen Media, 2010.

Dugin A. A grande guerra dos continentes. Lisboa, 2010.

Dugin A. Geopolitikis safudzvlebi. Rusetis geopolitikis momavali. Tbilisi: Gamomgtsemloba, 1999.

Dugin A. Misyonin avrasyagilik Nursultanain Nazarbaevin. Ankara, 2006.

Dugin A. Moska-Ankara aksiaynin. Istanbul: Kaynak, 2007.

Dugin A. Osnove geopolitike. Beograd, 2004.

Dugin A. Rusia. Misterio de Eurasia. Madrid:Grupo Libro 88, 1992.

Dugin A. Rus jeopolitigi avrasyaci yaklasim. Ankara, 2003.

Dugin A. Seminal writings. 3 v. L., 2000.

Dugin I. Feisaliny jeopolitidgi. Beyruth, 2004.

Dyer G. Climate War. Montreal: Random House of Canada, 2009.

Ebeling F. Karl Haushofer und die deutsche Geopolitik 1919-1945. unpubl. diss. Hanover, 1992.

Engdahl F. Full Spectrum Dominance: Totalitarian Democracy in the New World Order.

Boxboro, MA: Third Millennium Press, 2009.

Engdahl F. Century of War: Anglo-American Oil Politics and the New World Order. London: Pluto 2004.

Foster J. B. Imperial America' and War// Monthly Review. 2003. May.Vol. 55.No. 1. C. 1–10

Fouere Y. Contre les etats: regions d'Europe P.:Presse d'Europe, 1971.

Fouere Y. Europe aux cents drapeaux. P.:Presse d'Europe, 1968.

Foucher M. Fronts et Frontières, un tour du monde géopolitique. P.: Fayard, 1988; Idem.

L'invention des Frontières. P.: FEDN, 1986.

Foucher M., Dorion H. (dir.) Frontière(s), scènes de vie entre les lignes. P.: Glénat, 2006.

Friedman T. L. The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization .New York: Farrar, Straus & Giroux, 1999.

Friedman T. L. The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2005

Fukuyama F. 2004.

State-Building: Governance and World Order in the 21st Century. New York: Cornell University Press, 2004.

Gallois. P.-M. Géopolitique, les voies de la puissance. P.:Plon, 1990.

Gill S. American Hegemony and the Trilateral Commission. Boston: Cambridge University Press, 1991.

Gray C.S. The geopolitics of the nuclear era: heartland, rimlands, and the technological revolution. New York: Crane Russak & Co, 1977.

Gray C.S., Sloan G. Geopolitics, geography and strategy. London: Portland, OR: Frank Cass, 1999.

Gray C.S. Strategy and History: Essays on Theory and Practice. Abingdon, UK:Routledge, 2006.

Gray C.S. Strategy for Chaos: Revolutions in Military Affairs and Other Evidence of History.

London: Frank Cass, 2002

Gray C.S. The Geopolitics of Super Power. Lexington, KY:University Press of Kentucky, 1988.

Gray C.S. The Leverage of Sea Power:The Strategic Advantage of Navies in War. New York: The Free Press, 1992.

Gray C.S. War, Peace, and Victory:Strategy and Statecraft for the Next Century. New York: Simon and Schuster, 1990.

Greenberg A. S. Manifest Manhood and the Antebellum American Empire. Cambridge U. Press, 2005.

Grossouvre de H. Paris, Berlin, Moscow: Prospects for Eurasian cooperation // World Affairs. Vol 8.

Jan–Mar 2004. №1.

Haass R. The Age of Non-polarity: What will follow US Dominance?//Foreign Affairs. 2008. 87 (3). p. 44-56.

Hackmann R. Globalization: myth, miracle, mirage. Lanham: University Press of America, 2005.

Haushofer K. Bausteine zur Geopolitik. Heidelberg: K. Vowinkel, 1924.

Haushofer K. Dai Nihon. Betrachtungen über Gross-Japans Wehrschafft und Zukunft.

Berlin:E.S.Mittler, 1913.

Haushofer K. Das japanische Reich in seiner geographischen Entwicklung.Wien, Seidel, 1921.

Haushofer K. Das Reich: Grossdeutsches Werden im Abendland. Berlin: Karl Habel Verlagsbuchhandlung, 1943.

Haushofer K. Der Kontinentalblock. München : Eher, 1941.

Haushofer K. Geopolitik der Pan-Ideen. Berlin: Zentral-Verlag, 1931.

Haushofer K. Geopolitik des Pazifischen Ozeans: Studien über die Wechselbeziehungen zwischen Geographie und Geschichte. Mit sechzehn Karten und Tafeln. Heidelberg: K. Vowinkel, 1924.

Haushofer K. Grenzen in ihrer geographischen und politischen bedeutung. Heidelberg: K. Vowinckel, 1939.

Haushofer K. Japan baut sein reich. Berlin: Zeitgeschichte Verlag, 1941.

Haushofer K. Weltmeere und Weltmächte. Berlin: Zeitgeschichte Verlag, 1941.

Haushofer K. Weltpolitik von heute. Berlin: Zeitgeschichte Verlag, 1936.

Held D., McGrew A. Globalization Theory: Approaches and Controversies. Polity, 2007.

Held D., McGrew A., Goldblatt D., Perraton J. Global Transformations. Stanford: Stanford University Press, 1999.

Heim M. The Metaphysics of Virtual Reality. Oxford, 1993.

Hesse F. Das gesetz der wachsende Raume/Zeitschrift fuer Geopolitik. 1924. 1 Jg. C. 1-10.

Hettner A. Die Geographie, ihre Geschichte, ihr Wesen und ihre Methoden. Breslau: Ferdinand Hirt, 1927.

Hettner A. Die Geographie, ihre Geschichte, ihr Wesen und ihre Methoden. Breslau: Ferdinand Hirt, 1927.

Higgott R. Multi-Polarity and Trans-Atlantic Relations: Normative Aspirations and Practical Limits of EU Foreign Policy.

– www.garnet-eu.org. 2010. [Электронный ресурс] URL: http://www.garnet-eu.org/fileadmin/documents/working_papers/7610.pdf (дата обращения 28.08.2010).

Hiro D. After Empire: The Birth of a Multipolar World. Yale: Nation Books, 2009.

- Hirst P., Thompson G. Globalization in Question: The International Economy and the Possibilities of Governance. Cambridge: Polity Press, 1996.
- Hock D. Birth of the Chaordic Age. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, Inc., 1999.
- Holbrooke R. America, A European Power. //Foreign Affairs. March/April, 1995.
- Horowitz D. From Yalta to Vietnam: American Foreign Policy in the Cold War. N.Y., 1967.
- Hugon P. African geopolitics. Princeton, NJ: Markus Weiner Publishers, 2008.
- Hulsman J. Cherry-Picking: Preventing the Emergence of a Permanent Franco-German-Russian Alliance. – www.heritage.org. 2003. [Электронный ресурс] URL: <http://www.heritage.org/Research/Reports/2003/08/Cherry-Picking-Preventi...> (дата обращения 03.09.2010).
- Huntington S. P. The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order. New York: Simon and Schuster, 1996.
- limot N. Iwayuru chiseigaku no gainen/Chirigaku Hyoron, 1928.
- Immerman R. H. John Foster Dulles: Piety, Pragmatism, and Power in U.S. Foreign Policy. New York: SR Books, 1998.
- Johnson R. Spying for Empire: The Great Game in Central and South Asia, 1757-1947. London: Greenhill, 2006.
- Jones St. B. Boundary-making: A Handbook for Statesmen, Treaty Editors and Boundary Commissioners. Washington: Carnegie Endowment for International Peace, Division of International Law, 1945.
- Jones St. B. Unified Field Theory of political Geography //Annals of the Association of American Geographers. 1954. June. V.XLIV n.2 C. 111-123.
- Joyaux F. Géopolitique de l'Extrême-Orient, Espaces et politiques. Bruxelles: Éditions Complexe, 1991.
- Kagan R. Dangerous nation. New York: Vintage, 2007.
- Kagan R. Of paradise and power: America and Europe in the new world order. New York: Vintage, 2004.
- Kagan R. The Return of History and the End of Dreams. New York: Vintage, 2009.

Kagan R., Kristol W. Present dangers: crisis and opportunity in American foreign and defense policy. New York: Encounter Books, 2000.

Kagan R. The Case for a League of Democracies// Financial Times. 2008. May 13.

Kaplan R.D. Imperial Grunts: On the Ground with the American Military, from Mongolia to the Philippines to Iraq and Beyond. NY: Vintage, 2006.

Kaplan R.D. The coming Anarchy: Shattering deram of the Cold War. NY: Random House, 2000.

Katz M. Primakov Redux. Putin's Pursuit of «Multipolarism» in Asia//Demokratizatsya. 2006. vol.14 № 4. C.144-152.

Kennan G. F. The Sources of Soviet Conduct//Foreign Affairs, July 1947.

Kennan G. F. Russia, the Atom, and the West. New York: Harper, 1958.

Kennedy P. The Rise and Fall of Great Powers. New York: Random House, 1987.

Keohane R., Nye J.S.Jr. Power and Interdependence in the Information Age//Foreign Affairs. 1988. 77/5 (Sept.Oct.). C. 81-94.

Khanna P. Der Kampf um die zweite Welt – Imperien und Einfluss in der neuen Weltordnung. Berlin: Berlin Verlag, 2008.

Kilinc T. Turkey Should Leave the NATO – www.turkishweekly.net. 2007. [Электронный ресурс] URL: <http://www.turkishweekly.net/news/45366/tuncer-kilinc-%F4c%DDturkey-shou...> (дата обращения 03.09.2010).

Kincaid C. McCain, Soros, and the New «Global Order» – www.aim.org. 2008.

[Электронный ресурс]URL:

<http://www.aim.org/aim-column/mccain-soros-and-the-new-global-order/> (дата обращения 20.09.2010.)

King A., Schneider B. The First Global Revolution: A Report by the Council of Rome. London: Simon and Schuster, 1992.

Kirk W. Historical geography and the concept of behavioral environment//Indian geographical journal& Silver Juvelee volume. 1952. C.152-160.

Kissinger H. Crisis: The Anatomy of Two Major Foreign Policy Crises. New York: Simon & Schuster, 2004.

Kissinger H. Diplomacy. New York: Simon & Schuster, 1994.

Kissinger H. Does America need a foreign policy?: toward a diplomacy for the 21st century. New York: Simon & Schuster, 2002.

Kissinger H. White House Years. New York: Little, Brown and Company, 1979.

Klare M. Rising Powers, Shrinking Planet: The New Geopolitics of Energy. New York: Henry Holt & Company Incorporated, 2008.

Krasner S. Sovereignty: Organized Hypocrisy. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1999.

Krauthammer Ch. The Unipolar Moment// Foreign Affairs. 1990/1991 Winter. Vol. 70, No 1. C. 23-33.

Kristol I. Neoconservatism: the autobiography of an idea. Lanham: Ivan R. Dee, 1999.

Lacoste Y. Dictionnaire géopolitique. Paris: Flammarion, 1986.

Lacoste Y. Géopolitique: la longue histoire d'aujourd'hui, Paris: Larousse, 2006.

Lacoste Y. Géopolitique de la Méditerranée. Paris: Colin, 2006.

Lacoste Y. La Géopolitique. Paris: Centre national de documentation pédagogique, 1990.

Larson A. Geopolitics of oil and natural gas // Economic Perspectives vol. 9. №2. May 2004.

Lash S., Featherstone M. (eds.) Spaces of Culture: City, Nation, World. London: Sage, 1999.

Lash S., Szerszynski B., Wynne B. (eds.) Risk, Environment and Modernity. London: Sage (TCS), 1996.

Lash S., Featherstone M., Szerszynski B., Wynne B. Spaces of Culture: City, Nation, World. London: Sage, 1999.

Lash S., Lury C. Global Culture Industry: The Mediation of Things. Cambridge: Polity, 2005.

Laurant J.-P. Le Regard ésotérique. Paris: Bayard, 2001.

Layne C. The peace of illusions: American grand strategy from 1940 to the present. Ithaca: Cornell University Press, 2006.

Le Billon P. Geopolitics of resource wars: resource dependence, governance and violence. Abingdon: Frank Cass, 2005.

Lechner F. J., Boli J. The Globalization Reader. Oxford: Wiley-Blackwell, 2003.

Leech H. J. The public letters of the Right Hon. John Bright. London: Low, Marston & Co., 1895.

Lefebvre H. La production de l'espace. Paris: Anthropos, 1974.

Liu Henry C. K. Obama, change and China.Brzezinski's G-2 grand strategy – Asian Times. 2009.22.04.

[Электронный ресурс] URL: http://www.atimes.com/atimes/China_Business/KD22Cb02.html (дата обращения 24.08.2010).

Lohausen H.J. von. Denken in Völkern. Die Kraft von Sprache und Raum in der Kultur- und Weltgeschichte. Graz: Stocker 2001.

Lohausen H.J. von. Ein Schritt zum Atlantik: Die strategische Bedeutung d. Ostverträge. Wien: Österr. Landsmannschaft, 1973.

Lohausen H.J. von. Les empires et la puissance: la géopolitique aujourd'hui. Paris: Le Labyrinthe, 1996.

Lohausen H.J. von. Denken in Kontinenten. Berg am See: Kurt Vowinckel Verlag, 1978.

Lohausen H.J. von. Reiten für Russland: Gespräche im Sattel. Graz: Stocker, 1998.

Lohausen H.J. von. Zur Lage der Nation. Krefeld: Sinus-Verlag, 1982.
Lonsdale D.

J. Informational power: strategy, geopolitics and the fifth dimension/ Gray Colin S., Sloan G. (ed.) Geopolitics, Geography and Strategy. London: Frank Cass, 2003.

© এবং ট্রান্সলেটেড